13

আজকের কাগজ

তারিখ 23 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

ঢা.বি প্রিলিমিনারি কোর্সে ভর্তির বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি

রুহুল মতিনঃ এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার্স প্রিলিমিনারিতে ভর্তির ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। বিষয়টি এখনো বিবেচনার পর্যায়ে রয়েছে। নতুন উপাচার্য নিয়োগের পর আগামী মাসে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিন্যারিতে ভর্তির পর ১ বছর গত হতে চললেও এখন পর্যন্ত নতুন কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়নি। এ ব্যাপারে কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক আমিনুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, প্রিলিমিনারিতে এ বছর আদৌ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে কি না, সে ব্যাপারটি এখনও আলোচনার পর্যায়ে আছে। তিনি বলেন, আগে কলেজগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকায়, এমএ পাস করানোর দায়িত্বটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিলো। কিন্তু যেহেতু এখন ডিগ্রি পাস করানোর দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েছে, সেহেতু এমএ পাস করানোর দায়িত্বটা তার ওপরেই বর্তেছে। তা ছাড়া গত বছর থেকে সমন্বিত কোর্সপদ্ধতি চালু করায় আগেকার গৌন গুরুত্ব দেয়া সাবসিডিয়ারিও অনার্স পর্যায়ে চলে এসেছে। এখন ক্লাসের সংখ্যা ও তদারকি বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিদেশের সঙ্গে সমতুল্য করার জন্যে এখন আমরা কোর্স পদ্ধতিকে ঢেলে সাজিয়েছি। ফলে বর্তমানে অনেক বেশি ক্লাসরুম, শিক্ষক ও সময়ের প্রয়োজন। এ কারণে প্রিলিমিনারির বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এটা শিক্ষা সংকোচনের নামান্তর কি না জানতে চাইলে অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, 'শিক্ষা সংকোচনের প্রশ্নই ওঠে

[এরপর ২—এর পাতায়]

ঢা.বি প্রিলিমিনারি কোর্সে ভর্তির বিষয়ে এখনো

শেষের পাতার পর

না। বরং আমরা শিক্ষা সম্প্রসারণই করেছি। কেননা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি না করায় এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে অনেক বেশি ছাত্রছাত্রী এমএ পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

এদিকে আরেকটি সূত্রে জানা গেছে যে সকল বিষয়ে কলেজ পর্যায়ে মাস্টার্স পড়ার সুযোগ নেই, কেবল মাত্র ওই সকল বিষয়েই এ বছর সীমিত সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হতে পারে। এ বিভাগগুলো হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, নাট্যকলা, সংস্কৃতি, পালি, আরবী, উর্দু, ফার্সী, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, মার্কেটিং এবং ফিনান্স এন্ড ব্যাংকিং।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্যপাসকৃত ছাত্র আমিনুল ইসলাম মির্জার সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হওয়া উচিত গবেষণাভিত্তিক। কিন্তু প্রিলিমিনারির চাপসহ অন্যান্য কারণে লেখাপড়ার মান নেমে এসেছে কলেজ পর্যায়ে।

প্রিলিমিনারি ভর্তি না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর থেকে বাড়তি ঝামেলা কমবে, বিশ্ববিদ্যালয় মানের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

কয়েকজন মাস্টার্স প্রিলিমিনারির ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করলে তারা এটাকে শিক্ষা সংকোচনের নামান্তর বলে উল্লেখ করেন। ফিনান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ফারহানা আক্তার এ বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন এর ফলে ক্লাস রুমের সংকট ও সিটের সমস্যা দূর হবে। অবশ্য অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে এখনও অনেক বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স খোলা হয়নি। তা ছাড়া মাস্টার্স কোর্সে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত শিক্ষক, বইপত্র ও লাইব্রেরির সুযোগ-সুবিধা এখনও গড়ে ওঠেনি কলেজগুলোতে। এমুহূর্তে হুট করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিলিমিনারি কোর্স বন্ধ করে দেয়া হলে অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।